ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ০৩৬ ● কলকাতা ● ২৪ মাঘ, ১৪৩১ ● শুক্রবার ● ০৭ ফেব্রুয়ারী ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

৫২ ফ্ল্যাট, ২১ দোকান সহ ৮ কোটির সম্পত্তি, শিক্ষকের সম্পদ দেখে চক্ষু চড়কগাছ তদন্তকারীদের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

শিক্ষকের বাড়িতে টাকার পাহাড় । এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের বাড়িতে তল্লাশি করতে গিয়ে উদ্ধার হল কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি । ঘটনাটি ঘটেছে বিজেপি শাসিত রাজ্য মধ্যপ্রদেশে । সেখানে সরকারি স্কুলে শিক্ষকতা করা একজন শিক্ষকের বাড়িতে তল্লাশি

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

সভাপতি বাছতে ফর্মুলা বদলে ফেলল বিজেপি, বঙ্গে আর 'সর্বসম্মতি' নয়, এখন 'অনাপত্তি' খুঁজছেন নেতৃত্ব

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

নির্বাচন এক বছর পরেই। রাজ্য সভাপতি পদে কাকে বসিয়ে নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু হবে, সে সিদ্ধান্ত যত শীঘ্র সম্ভব নিতে হবে বিজেপিকে। কিন্তু দিল্লিকে ভাবাচ্ছে রাজ্য দলের 'অভ্যন্তরীণ সমীকরণ'। তাই রাজ্য সভাপতি বেছে নেওয়ার 'ফর্মুলা' বদলে গিয়েছে পদ্মশিবিরে। আপাতত 'সর্বসম্মতি'র অপেক্ষা ছেড়ে 'অনাপত্তি'র খোঁজ শুরু করেছেন বিজেপির কেন্দ্রীয়

এরপর ৩ পাতায়

মুজিব মুছতে ধ্বংসযজ্ঞ সকালেও, ধানমন্ডির বাড়ি ধূলিসাৎ, আগুন হাসিনার বাসভবনেও

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বাঙালির ইতিহাস মুছে ফেলতে তৎপর বাংলাদেশের 'বিপ্লবী ছাত্র' দল। বুধবার রাতে তারা হামলা চালায় ধানমন্ডির শেখ মুজিবর রহমানের বাড়িতে। বৃহস্পতিবার সকালেও সেই ধ্বংসযজ্ঞ অব্যাহত রয়েছে। ইতিমধ্যে গুঁড়িয়ে দেওয়া

এরপর ৫ পাতায়

এক্সিট পোল তো আগেও.', দিল্লিতে গেরুয়া ঝড়ের ইঙ্গিত মিলতেই কী বলল আপ?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বুধবার সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ছিল ভোটগ্রহণ। তারপর থেকেই শুরু হয়েছিল প্রতীক্ষা। এরপরই এক্সিট পোলের হিসেব প্রকাশ্যে আসে। আর তাতেই দেখা যাচ্ছে, সব সংস্থার হিসেবই বলছে, বিজেপি ২৭ বছর পরে দিল্লির ক্ষমতায় আসতে চলেছে। স্বপ্নভঙ্গ হবে আপের। কিন্তু এই বুথফেরত সমীক্ষার হিসেব মানতে রাজি নন আপ নেতারা।কিন্তু যদি সত্যিই বিজেপি আপকে সরিয়ে ক্ষমতায় ফেরে, তাহলে কোনগুলো আপের পরাজয়ের ক্ষেত্রে 'ফ্যাক্টর' বলে মনে করা হবে? ওয়াকিবহাল মহলের মতে, আবগারি কেলেঙ্কারি একটা বড়সড় কারণ হতে পারে আপের পরাজয়ে। কেজরি-সহ দিল্লির মন্ত্রিসভার সব গুরুত্বপূর্ণ মুখই এই কেলেঙ্কারির জেরে জেলে গিয়েছেন। এতে জনমানসে প্রভাব পড়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। আবার জেপি নাড্ডা থেকে অমিত শাহ যেভাবে লাগাতার সভা করে গিয়েছেন সেটাও বড় ফ্যাক্টর হতে পেরেছে। আবার বাজেটে আয়করে ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ছাড় দিয়ে নির্মলার 'মাস্টারস্ট্রোক'ও ফ্যাক্টর হয়ে উঠতে পারে। যমুনার জলে বিষ মেশানোর চক্রান্তের যে অভিযোগ তুলেছিলেন কেজরি, তাও একেবারে উলটো প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।আপ নেত্রী রিনা গুপ্তা বলছেন, এক্সিট পোল যাই বলুক না কেন, শেষ হাসি কিন্তু হাসবেন কেজরিওয়ালই।

রিনাকে বলতে শোনা গিয়েছে, "আপনারা পুরনো এক্সিট পোল ঘেঁটে দেখুন। দেখবেন, আপকে সব সময়ই পুরনো আসন দেওয়া হয়েছে। সে ২০১৩ হোক বা ২০১৫, অথবা ২০২০।" তাঁর দাবি, আপই ক্ষমতায় ফিরতে চলেছে।

এদিকে এক্সিট পোলের হিসেবে উল্লসিত বিজেপি নেতৃত্ব। কালকাজির প্রার্থী রমেশ বিধুরি বলছেন, "এটা মোদি ঢেউ! দিল্লির মানুষ চান, দেশের বাকি অংশে যেভাবে মোদি উন্নয়ন এনেছেন তেমন উন্নয়ন এখানেও হোক।" এদিকে বিজেপি সাংসদ হর্ষ মালহোত্রা বলছেন, "গত ১০ বছরে আপ যে দুর্নীতি করেছে, তা সকলের সামনে তুলে ধরেছে বিজেপি।" তাঁর দাবি, এবার আপ হয়তো ইভিএমকে দায়ী করবে ফলাফলের জন্য।

ফোনের মাধ্যমে জালিয়াতি রুখতে পদক্ষেপ

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

টেলিকম সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে সাইবার অপরাধ এবং আর্থিক জালিয়াতি রুখতে ও নাগরিকদের সুরক্ষা দিতে টেলিযোগাযোগ দপ্তর একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে।

(১) ভুয়ো তথ্য দিয়ে নেওয়া মোবাইল সংযোগ চিহ্নিত করতে একটি ব্যবস্থাপনা তৈরি হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত যাচাইয়ের জন্য টেলিকম পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

(২) চালু করা হয়েছে নাগরিক-কেন্দ্রিক 'সঞ্চার সাথী' উদ্যোগ। এই পরিষেবার মাধ্যমে https://sancharsaathi.gov.in ওয়েবপোর্টাল এবং মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করে :

(ক) সন্দেহজনক এবং অবাঞ্ছিত বাণিজ্যিক টেলিফোন সংযোগ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো যাবে।

(খ) গ্রাহকরা নিজেদের মোবাইল সংযোগ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানতে পারবেন এবং যে সংযোগ তাঁদের নামে নয়, তাও জানাতে পারবেন।

(গ) চুরি যাওয়া কিংবা হারিয়ে যাওয়া মোবাইল হ্যান্ডসেট নিষ্ক্রিয় ও চিহ্নিত

এরপর ৪ পাতায়

শুভেন্দুদা মাঝে মাঝে হতাশ হন, যদি দিল্লি আমাদের কথা না শোনে: কার্তিক মহারাজ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

কুলপিতে হিন্দু সুরক্ষা সমিতির সম্মেলনের মঞ্চ থেকে ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা শোনা গেল কার্তিক মহারাজের গলায়। শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতেই, বেলডাঙার ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান বলেন, শুভেন্দুদা মাঝে মাঝে হতাশ হন। দিল্লির জন্য আর অপেক্ষা করা যাবে না। কিন্তু, দিল্লি কোন কথা শুনছে না?শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে, কার্তিক মহারাজের এই মন্তব্য নিয়ে জল্পনার পারদ চড়তে শুরু করেছে। প্রশ্ন উঠছে, শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতেই তিনি এই কথা বললেন কেন? শুভেন্দু অধিকারীর মনের কথাই কি কৌশলে বলে দিলেন বেলডাঙার ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান? সম্প্রতি কার্তিক মহারাজকে পদ্মশ্রীর জন্য মনোনীত করেছে মোদি সরকার। সেই প্রসঙ্গ টেনে কটাক্ষ ছুড়ে দিয়েছে সিপিএম।শুভেন্দু অধিকারী সত্যিই হতাশ হয়ে থাকলে কেন? তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।কুলপিতে হিন্দু সুরক্ষা সমিতির ডাকে ধর্ম সম্মেলন। মঞ্চে উপস্থিত শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর সামনেই বেলডাঙার ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান কার্তিক মহারাজের গলায় শোনা গেল এই বার্তা। তিনি বলেন, "শুভেন্দুদা মাঝে মাঝে হতাশ হন। যদি দিল্লি আমাদের কথা না শোনে, আমরা বাংলার বাঙালি। আমরা আমাদের নিজেদের চলার পথ পরিষ্কার করে নেব। দিল্লির জন্য আর অপেক্ষা করা যাবে না।"

আর সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে পদ্মশ্রী প্রাপক কার্তিক মহারাজের এই মন্তব্যের পরই রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠছে, শুভেন্দু অধিকারী কি সত্যিই হতাশ? হতাশ হলে কেন? দিল্লি কোন কথা শুনছে না? দিল্লি কার কথা শুনছে না? ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের (বেলডাঙা) প্রধান বলেন, "দিল্লি শব্দের অর্থটা এখানে হচ্ছে যে, বাংলায় বাঙালি চিরকাল মাথা উঁচু করে থাকে। এখন এই সঙ্কটকালে আমরা চাইছি যে আমরা সবাই একত্র হয়ে কাজ করব। হয়ত তারা তাদের বৃহত্তর স্বার্থে বৃহত্তর চিন্তাভাবনা করছে। কিন্তু বাংলার হিন্দু, বাংলাদেশের হিন্দুদের স্বার্থে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করব। দিল্লি যদি সঙ্গে না আসে...বাংলার আলাদাভাবে চিন্তাভাবনা করতে হবে। আমাদের সাধু-সন্ন্যাসী যাঁরা রয়েছেন তাঁরা চিন্তাভাবনা করবেন।"

(১ম পাতার পর)

সভাপতি বাছতে ফর্মুলা বদলে ফেলল বিজেপি, বঙ্গে আর 'সর্বসম্মতি' নয়, এখন 'অনাপত্তি' খুঁজছেন নেতৃত্ব

নেতৃত্ব।এই পরিস্থিতিতেই জন্ম নিয়েছে 'অনাপত্তি' ফর্মুলা। অর্থাৎ, এমন কেউ যাঁর নাম কারও পছন্দের তালিকায় না থাকলেও আপত্তির তালিকাতেও নেই। এমনকি, বঙ্গ বিজেপির বিভিন্ন 'লবি' আবর্তিত হয় যে চার-পাঁচ জনকে ঘিরে, তাঁদেরও কারও আপত্তি থাকবে না। তেমন অন্তত দু'টি নাম পাওয়া গিয়েছে বলে বিজেপি সূত্রের দাবি। তবে তাঁদের কতটা 'গুরুদায়িত্ব' সামলানোর অতীত অভিজ্ঞতা রয়েছে, সে বিষয়টিও নেতৃত্বকে মাথায় রাখতে হচ্ছে। অর্থাৎ, বর্তমানের 'স্থিতাবস্থা' যদি বদলাতেই হয়, তা হলে সভাপতি বাছা হবে 'অনাপত্তি' বা 'নো অবজেকশন'-এর ভিত্তিতেই। কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সুনীল বনসলের তত্ত্বাবধানে এ বার বুথ, মণ্ডল, জেলা স্তরে সাংগঠনিক নির্বাচনের ব্যবস্থা 'কার্যকর' ভাবে চালু হয়েছে বলে বিজেপির একাংশের দাবি। সেই ব্যবস্থার মাধ্যমে সংগঠনের যে কাঠামো তৈরি হয়েছে, নতুন সভাপতিও যাতে তা-ই বহাল রাখেন, সে বিষয়টি নিশ্চিত করেই বনসলেরা এগোতে চাইছেন। কারণ, নতুন সভাপতি নিজের 'টিম' বাছতে গিয়ে সদ্য তৈরি টিমগুলিকে বাতিল করতে থাকলে নির্বাচনের আগে আবার এলাকায় এলাকায় নতুন নতুন 'লবি' তৈরি হওয়ার আশঙ্কা।বিজেপিতে সভাপতি বদল হলে সংগঠনেও আমূল বদল চলে আসে। দলে যে নেতা বা নেতৃবর্গ নতুন ক্ষমতাসীন হন, তাঁর বা তাঁদের বেছে নেওয়া 'টিম'-এর হাতেই সব স্তরের দায়িত্ব হস্তান্তরিত হয়। বিজেপি নেতারা অবশ্য এতে কোনও 'অস্বাভাবিকতা' দেখেন না। তাঁদের ব্যাখ্যা, ''যাঁর উপর দলের সাফল্য বা ব্যর্থতার সম্পূর্ণ দায় বর্তাবে, তাঁকে তো তাঁর নিজের টিম বেছে নেওয়ার সুযোগ দিতেই হবে। ক্যাপ্টেন পছন্দমতো টিম বানাতে না পারলে ম্যাচ জেতা তো কঠিন হবেই।''

কিন্তু বিজেপির সাংগঠনিক গতিবিধির সেই 'স্বাভাবিক' ছন্দ পশ্চিমবঙ্গে ছন্দপতন ঘটাবে কি না, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। এই মুহূর্তে নতুন করে কোনও ছন্দপতন ঘটলে এক বছরে তা কাটিয়ে উঠে বিধানসভা নির্বাচনের জন্য দলকে প্রস্তুত করা যাবে কি না, সে প্রশ্ন আরও বেশি দুশ্চিন্তার।আপাতত যাঁরা পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সর্বোচ্চ নেতা, তাঁদের পারস্পরিক 'সমীকরণ' দলের অন্দরে সুবিদিত। কিন্তু টানাপড়েন থাকলেও পরস্পরের সঙ্গে কাজ করতে তাঁরা কিছুটা অভ্যস্তও হয়ে গিয়েছেন বলে বিজেপি সূত্রের ব্যাখ্যা। বঙ্গ বিজেপির দুই সর্বোচ্চ নেতা সুকান্ত মজুমদার এবং শুভেন্দু অধিকারী তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে পরস্পরের সঙ্গে কাজ করছেন। সাংগঠনিক গতিবিধির শীর্ষে যে নেতা, তিনি ওই পদে এসেছেন তারও এক বছর আগে। অর্থাৎ, গত তিন বছর ধরে তিনিও সুকান্ত-শুভেন্দুর সঙ্গে কাজ করার অভ্যাস তৈরি করে ফেলেছেন। বিজেপির একাংশের বক্তব্য, সম্পর্কের সমীকরণ যেমনই হোক, নেতাদের দীর্ঘ সহাবস্থানের সুবাদে সংগঠনে একটা 'স্থিতাবস্থা' অন্তত এসেছে। ২০২৬ সালের ভোটযুদ্ধের এক বছর আগে সেই 'স্থিতাবস্থা' নষ্ট হোক, তা বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব চান না। তাই শীর্ষ স্তরে রদবদল হলেও গোটা সাংগঠনিক কাঠামোকে ওলট-পালট করে দেওয়ার পথে বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকরা এখন রাজি নন।রাজ্য সভাপতি পদে সুকান্তের মেয়াদ এখনও শেষ হয়নি। কিন্তু তিনি এখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তাই তাঁকে সভাপতিত্বে বহাল রাখা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পক্ষে কঠিন। কারণ, প্রথমত 'এক ব্যক্তি, এক পদ' নীতিই বিজেপিতে অনুসৃত হয়। দ্বিতীয়ত, দিল্লির মন্ত্রিত্ব এবং বাংলার মতো কঠিন জমিতে দলের সভাপতিত্ব একসঙ্গে সামলানো অসম্ভব না হলেও কঠিন। বিজেপি সূত্রের খবর, শুভেন্দুর ক্ষেত্রেও বাধা হতে পারে 'এক ব্যক্তি, এক পদ' নীতি। কারণ তিনি বিধানসভার বিরোধী দলনেতা। তাই পরবর্তী রাজ্য সভাপতি পদে চর্চায় একাধিক নাম উঠে আসছে।বিজেপি সূত্রের খবর, রাজ্যের শীর্ষনেতাদের তরফে অন্তত তিনটি নাম জমা পড়েছে দিল্লি দরবারে। বঙ্গ আরএসএসের পছন্দ হিসেবে আবার অন্য একটি নাম পৌঁছেছে বলে খবর। দিল্লির নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দও রয়েছে। তাই রাজ্য থেকে যে সব নাম প্রস্তাবিত হয়েছে, সেগুলির মধ্যে একটি নাম শুরুতেই বাদ পড়েছে বলে সূত্রের দাবি। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কারও কারও ভাবনায় বরং এক দিল্লিবাসী বাঙালি নেতার নাম রয়েছে। কিন্তু ওই সব নামের একটিতেও 'সর্বসম্মতি' পাওয়া যাচ্ছে না। তাই বঙ্গ বিজেপির পরবর্তী সভাপতির নাম ঘোষণা করার আগে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে দশ বার ভাবতে হচ্ছে। রাজ্য দলের অনেকের বিরোধিতা সত্ত্বেও কাউকে মাথার উপরে 'চাপিয়ে' দেওয়া হল, এমন অভিযোগের ভাগীদার হতে চাইছে না দিল্লি। বিশেষত, বিধানসভা নির্বাচনের এক বছর আগে।

(১ম পাতার পর)

৫২ ফ্ল্যাট, ২১ দোকান সহ ৮ কোটির সম্পত্তি, শিক্ষকের সম্পদ দেখে চক্ষু চড়কগাছ তদন্তকারীদের

অভিযানে যান অপরাধ শাখার আধিকারিকরা ।

তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, বর্তমানে সুরেশ স্কুল থেকে ৩৮.০৪ লক্ষ টাকা বেতন পান । কী করে একজন শিক্ষক লক্ষাধিক টাকা বেতন পাচ্ছেন তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। তদন্তকারী সংস্থার কর্মকর্তা জানিয়েছেন, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনে শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। এই বিষয়ে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে । বলা বাহুল্য, কয়েকদিন আগেই মধ্যপ্রদেশ পরিবহন বিভাগের প্রাক্তন পুলিশ কর্মকর্তা সৌরভ শর্মাতে উদ্ধার হয়েছিল কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি । আর তাতেই কার্যত প্রশ্নের মুখে বিজেপি শাসিত রাজ্যের শীর্ষ নেতৃত্বরা ।সেখানে গিয়েই তাদের নজর আসে পেশায় একজন স্কুল শিক্ষক ৮.৩৬ কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক ।

এই প্রসঙ্গে ডিএসপি ডিপি গুপ্তা জানিয়েছেন, পুলিশের অর্থনৈতিক অপরাধ শাখার আধিকারিকরা ভাউন্টি শহরে শিক্ষক সুরেশ সিং ভাদোরিয়ার বাড়িতে তল্লাশি অভিযানে যান। আর সেইসময় তাঁর বাড়ি থেকে ২১টি দোকান এবং বাড়ির দলিল, ২৩.৪২ লক্ষ টাকার সোনা এবং প্রায় ১.২৮ লক্ষ টাকার রূপার গয়না । এছাড়াও স্করপিও গাড়ি, একটি ট্রাক, ট্র্যাক্টর ট্রলি সহ বেশ কয়েকটি দামি জিনিস উদ্ধার করা হয়েছে । যেগুলির বাজার মূল্য ৮.৩৬ কোটি টাকারও বেশি ।

সম্পাদকীয়

ট্যাটুর সূত্রে কাটা মুণ্ডুর রহস্যের কিনারা, গ্রেফতার নিহতের মাসতুতো ভাই

দত্তপুকুরের হাড়হিম করা হত্যাকাণ্ডের কিনারা করল পুলিশ। ট্যাটুর সূত্রে কাটা মুণ্ডু রহস্যের কিনারা করা হল। গ্রেফতার নিহতের মাসতুতো ভাই ও তার স্ত্রী। পুলিশ সূত্রে দাবি, স্ত্রী-র সঙ্গে নিহত হজরতের সম্পর্ক থাকার কথা জানতে পেরে নৃশংস খুন।গত ২ ফেব্রুয়ারি থেকে নিখোঁজ ছিলেন গাইঘাটার বাসিন্দা হজরত লস্কর। সোমবার দত্তপুকুরের বাজিতপুর থেকে উদ্ধার হয়েছে ওই যুবকের মুণ্ডহীন দেহ। দেহের কাটা মাথা গত ৪ দিন ধরে হন্যে হয়ে খুঁজছে পুলিশ। ৩ দিনের মাথায় অবেশেষে গতকাল সন্ধেয় দত্তপুকুরের মুণ্ডহীন দেহ শনাক্ত করা হয়। পোশাক ও ট্যাটু দেখে তাঁকে শনাক্ত করল পরিবার। কিন্তু পরিচয় মিললেও কাটা মাথার খোঁজ এখনও মেলেনি। সূত্রের খবর, ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে জানা গেছে, রাত ২ টো নাগাদ খুন করা হয় যুবককে। মৃত্যুর আগেই বাঁধা হয়েছিল হাত-পা। ভারী ধারাল কোনও অস্ত্র দিয়ে সামনে থেকে কাটা হয় গলা। উদ্ধার হওয়া জামা ও প্যান্টের স্টিকার দেখে তদন্তকারীদের অনুমান, নিহত যুবক কোনও বস্ত্র প্রস্তুতকারী কারখানার শ্রমিক ছিলেন। এই নিয়ে এখনও পর্যন্ত কিছুই জানতে পারেনি পুলিশ। নিহত যুবকের পরিচয় জানতে এই এলাকার স্থানীয় একাধিক কারখানায় খোঁজখবর নেয় পুলিশ। নিহত যুবকের পাকস্থলীতে মেলেনি অ্যালকোহল। সূত্রের খবর, যে ক্ষেত থেকে দেহ উদ্ধার হয়েছে, সেখানেই খুন করা হয়েছে।ট্যাটুর সূত্র ধরেই কাটা মুণ্ডুর রহস্যের কিনারা করল দত্তপুকুর থানার পুলিশ।গ্রেফতার নিহতের মাসতুতো ভাই ও তার স্ত্রী। নিহত যুবকের নাম হজরত লস্কর। পুলিশ সূত্রে খবর, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাইয়ে হাওড়া, চন্দননগর, ব্যারাকপুর কমিশনারেট এলাকার ত্রাস ছিল দুই মাসতুতো ভাই হজরত লস্কর ও ওবায়দুল্লাহ্ মণ্ডল। কয়েক বছর আগে হজরত মূল স্রোতে ফিরে এসে উত্তরপাড়ার এক পুলিশ আধিকারিকের সোর্স হিসেবে কাজ করতে শুরু করে। তার সূত্রেই ধরা পড়ে জেল খাটে ওবায়দুল্লাহ্। সে জেলে থাকাকালীন ওবায়দুল্লাহ্-র স্ত্রী নিশার সঙ্গে সম্পর্কে জড়ায় হজরত। মাসদুয়েক আগে জেল থেকে ছাড়া পায় ওবায়দুল্লাহ্। ফোন করে ডেকে পাঠিয়ে হজরতকে নৃশংসভাবে খুন করে। পুলিশ জানিয়েছে, ওবায়দুল্লাহ্-র দাবি, তার সঙ্গে আরও একজন ছিল। যার মোবাইল ফোনের টাওয়ার লোকেশন জম্মু কাশ্মীরে মিলেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। বদলা নেওয়ার জন্য নাকি, স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক থাকায় খুন, খতিয়ে দেখছে দত্তপুকুর থানার পুলিশ।

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(ত্রিশতম পর্ব)

নবকৃষন পলাশীর যুদ্ধের পর প্রচুর ধনশালী ও প্রতিষ্ঠাবান হওয়াতে সে কালের কিছু বনেদী ধনী মানুষদের চক্ষুশূল হন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন মহারাজের প্রতিবেশী চূড়ামণি দত্ত। সব সময়ই তাঁরা পরস্পর পরস্পরকে টেক্কা দিতে চেষ্টা করতেন।

১৭৯৭ খৃষ্টাব্দের ২২ শে নভেম্বর মহারাজা নবকৃষ্ণ ঘুমের মধ্যেই মারা যান। সে কালে গঙ্গাতীরে মৃত্যু না হলে লোকে তাকে অপঘাত মৃত্যু বলেই মনে করত। নবকৃষ্ণের মৃত্যুকে লোকে অপঘাতে মৃত্য বলেই মনে করল।

কিছু দিনের মধ্যে প্রয়াত মহারাজের প্রতিবেশী চূড়ামণি

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

ফোনের মাধ্যমে জালিয়াতি রুখতে পদক্ষেপ

করার আবেদন জানানো যাবে।

(ঘ) মোবাইল হ্যান্ডসেটের সঠিক গুণমান সম্পর্কে জানতে পারা যাবে।

(৩) সাইবার অপরাধ এবং আর্থিক জালিয়াতির মোকাবিলায় টেলিকম সম্পদের অপব্যবহার নিয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে গড়ে তোলা হয়েছে ডিজিটাল গোয়েন্দা মঞ্চ। এর আওতায় রয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, পুলিশ, বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থা, ভারতীয় সাইবার ক্রাইম মোকাবিলা কেন্দ্র এবং টেলিকম পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলি।

(৪) টেলিযোগাযোগ দপ্তর এবং পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলি ভারতীয় নম্বরের ছদ্মবেশে অন্য দেশের অবাঞ্ছিত কল বন্ধ করার জন্য একটি ব্যবস্থাপনা তৈরি করেছে। এই ধরনের কলের মাধ্যমে সম্প্রতি ভুয়ো ডিজিটাল অ্যারেস্ট, বিদেশি মুদ্রা সংক্রান্ত জালিয়াতি, মাদক পাচার, সরকারি আধিকারিকদের নাম ভাঁড়ানো ইত্যাদি কাজ করেছে দুষ্কৃতিরা।এছাড়াও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের জাতীয় সাইবার ক্রাইম রিপোর্টিং পোর্টাল https://cybercrime.gov.in -এ সাধারণ মানুষ যে কোনো সাইবার অপরাধমূলক কাজকর্ম সম্পর্কে নালিশ জানাতে পারেন।

টেলিযোগাযোগ দপ্তর ২০২৪-এর ২১ নভেম্বর টেলিযোগাযোগ সাইবার নিরাপত্তা বিধি এবং ২০২৪-এর ২২ নভেম্বর ক্রিটিক্যাল টেলি-কমিউনিকেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার বিধি সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে টেলিযোগাযোগ আইন, ২০২৩-এর আওতায়। ভারতীয় টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার যে কোনো সাইবার উদ্যোগ এর মাধ্যমে চিহ্নিত করা যাবে। বিষয়টি নিয়ে সামাজিক মাধ্যম এবং প্রেস বিবৃতি দিয়েও সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলা হচ্ছে।

রাজ্যসভায় আজ এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে একথা জানিয়েছেন যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী ডঃ পেম্মাসানি চন্দ্রশেখর।

শিবরাত্রি ব্রতের ব্যাখ্যা করেন মহাদেব স্বয়ং

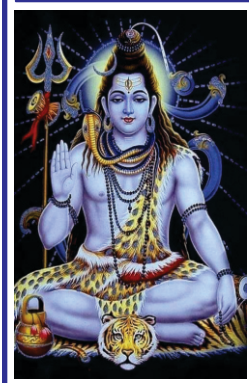

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

আবার তারা রাজনৈতিক সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত শিবের দেওয়া মহামন্ত্র স্বয়ং দীক্ষিত এ মানব জীবন। সেই কারণেই আমরা সোমবার টা ভগবান শিবের উপাসনার দিন ধরি। আর ষোল সোমবার নিয়মমতো তার উদ্দেশ্যে ষোল সোমবারের ব্রত পালন করা হয়। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

(১ম পাতার পর)

মুজিব মুছতে ধ্বংসযজ্ঞ সকালেও, ধানমন্ডির বাড়ি ধূলিসাৎ, আগুন হাসিনার বাসভবনেও

হয়েছে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাড়ির সামনের অনেকটা অংশ।এছাড়াও রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও কারমাইকেল কলেজে শেখ মুজিবুরের ম্যুরাল ভাঙচুর করে একদল জনতা। ময়মনসিংহ-সহ বিভিন্ন স্থানে শেখ মুজিবরের মূর্তি ভাঙচুর হয়েছে বলেও বাংলাদেশের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম জানাচ্ছে। ভৈরবে আওয়ামি লিগের কার্যালয় ভাঙচুর চালানোরও খবর মিলছে। বুধবার রাত থেকে শুরু হওয়া ধ্বংসযজ্ঞ নিয়ে আওয়ামি লিগের সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া, দেশে এবার গৃহযুদ্ধ হবে। অন্যদিকে গতকাল থেকে শুরু হওয়া ঘটনা নয়ে হাসিনার গর্জন, "ইতিহাস প্রতিশোধ নেয়, বঙ্গবন্ধু হৃদয়ে"। সঙ্গে চলছে উল্লাস— স্বৈরাচারের কোনও চিহ্ন রাখা যাবে না। এদিকে রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও কারমাইকেল কলেজে শেখ মুজিবুরের ম্যুরাল ভাঙচুরেরও খবর মিলেছে। ময়মনসিংহ-সহ বিভিন্ন স্থানে শেখ মুজিবরের মূর্তি ভাঙচুর হয়েছে। ভৈরবে আওয়ামি লিগের কার্যালয় ভাঙচুর চালানোরও খবর মিলছে। রাতেই ধানমন্ডিতে শেখ হাসিনার বাসভবন সুধা সদনেও আগুন দিয়েছে একদল উন্মত্ত জনতা। সব মিলিয়ে গোটা বাংলাদেশ জুড়ে আরও একবার নৈরাজ্যের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।বুধবার সন্ধ্যা সাতটার কিছু পরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ এক ফেসবুক পোস্টে লেখেন, 'আজ রাতে বাংলাদেশ ফ্যাসিবাদের তীর্থভূমি মুক্ত হবে।' প্রথমেই মুজিবের স্মৃতিবিজড়িত ওই বাড়ি তথা জাদুঘরে গিয়ে বাইরের ফটক ভেঙে ফেলে বিক্ষোভকারীরা। এরপর বাড়ির ভিতরে ঢুকে শুরু হয় ভাঙচুর। ৯টার একটু আগে থেকেই দেখা যায় তিনতলা জ্বলছে। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম প্রথম আলোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সকালেও ধ্বংসযজ্ঞ অব্যাহত রয়েছে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম স্মারক মুজিবের বাড়ির বড় অংশ ভেঙে ফেলা হয়েছে। বাড়ি ভাঙতে হাতুড়ি, শাবলের পাশাপাশি বিরাট ক্রেন ব্যবহার করা হয়। যদিও ইউনুস প্রশাসন উন্মত্ত ছাত্র-জনতা দলকে আটকায়নি। বরং বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে এই ঘটনায় প্রচ্ছন্ন মদত দেওয়ার অভিযোগ উঠছে। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, বাংলাদেশজুড়ে যেভাবে নৈরাজ্য শুরু হয়েছে, তাতে করে স্পষ্ট যে গোটা বিষয়টি পরিকল্পনা মাফিকই চলছে। একই কারণে মুজিবের বাড়িতে হামলার পাশাপাশি আগুন দেওয়া হয়েছে ধানমন্ডিতে হাসিনার বাসভন সুধা সদনেও। বুধবার রাত সাড়ে ১০টার পর সেখানে আগুন দেওয়া হয়েছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন। রাত ১২টার সময় ভবনের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ তলার বিভিন্ন কক্ষে আগুন জ্বলতে দেখা গিয়েছে।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা - নগর-এর আওতায় আসা শহর

নতুন দিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রক শহরাঞ্চলের সব যোগ্য প্রাপকের জন্য ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত পাকা বাড়ি তৈরির লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা - নগর (পিএমএওয়াই-ইউ)-র সূচনা করে ২০১৫-র ২৫ জুন। ২০১১-র জনগণনার আওতায় বিধিবদ্ধ শহর এবং পরবর্তীতে মেট্রোপলিটন শহরের আওতায় চিহ্নিত অঞ্চল এবং নির্বাচিত ছোট শহরগুলিতেও এই প্রকল্প কার্যকর হয়েছে। এক্ষেত্রে বেছে নেওয়া হয়েছে প্রজ্ঞাপিত বিকাশ অঞ্চল এবং প্রজ্ঞাপিত বিকাশ অঞ্চলের মধ্যে পড়া শিল্পোন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আওতাধীন গ্রামগুলি। কাজ হচ্ছে সংশ্লিষ্ট রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির তরফে প্রেরিত পরামর্শ অনুযায়ী। সবকটি মেট্রোপলিটন শহর সহ দেশের ৪,৬১৮টি শহরে রূপায়িত হচ্ছে এই প্রকল্প।

রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলরগুলির সুপারিশ অনুযায়ী এই প্রকল্পের আওতায় মোট ১১৮.৬৪ লক্ষ বাড়ি তৈরির মঞ্জুরি দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ১১২.৫ লক্ষ বাড়ি তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। ২০২৫-এর ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত ৯০.২৫ লক্ষ বাড়ি তৈরির পর প্রাপকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

এই প্রকল্প চাহিদা ভিত্তিক এবং নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়নি। প্রাপকদের চিহ্নিত করা হয় রাজ্য কিংবা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সুপারিশ অনুযায়ী।

প্রকল্পের নির্দেশিকা অনুযায়ী বাধ্যবাধকতা পূরণ সংক্রান্ত বিষয়গুলি রাজ্যের তরফ থেকে জানানোর পর দেওয়া হয় কেন্দ্রীয় সহায়তা। প্রাপকদের দেওয়া হয় ভর্তুকির সুবিধা। তবে, অনেক সময়ই জমি এবং অনুমোদন সংক্রান্ত বিলম্ব সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক বাকি থাকা কাজ দ্রুত শেষ করতে নিয়মিত ভিত্তিতে রাজ্যগুলির সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠকে বসে। প্রাথমিক ভাবে এই প্রকল্প রূপায়ণের সময়সীমা ধার্য হয়েছিল ২০২২-এর ৩১ মার্চ। পরে তা বাড়িয়ে ২০২৫-এর ৩১ ডিসেম্বর করা হয়েছে। তবে, ঋণ সংযুক্ত ভর্তুকি প্রকল্পের আওতায় থাকা বিষয়গুলির ক্ষেত্রে নতুন সময়সীমা কার্যকর নয়।

৯ বছরের অভিজ্ঞতার পর, আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রক প্রকল্পটিকে পুনর্মার্জিত করে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু করেছে ২০২৪-এর ১ সেপ্টেম্বর থেকে।

লোকসভায় আজ এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে একথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগর বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী শ্রী টোখান সাহু।

দেড় গুণ খরচ করে কেন সেনাবিমানে করে ফেরত পাঠাচ্ছেন অবৈধবাসীদের?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

শপথগ্রহণের পরে একে একে অবৈধবাসীদের নিজেদের দেশে ফেরানোর কথা জানিয়েছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই মতো প্রথম দফায় ১০৪ জন অবৈধবাসী ভারতীয়কে টেক্সাস থেকে এ দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে প্রশাসন। বুধবার সেই অবৈধবাসীদের নিয়ে অমৃতসর বিমানবন্দরে নেমেছে আমেরিকার সেনাবাহিনীর সি-১৭ বিমান।গত ২৪ জানুয়ারি এক্স (সাবেক টুইটারে) হাতকড়া পরানো অবস্থায় অবৈধবাসীদের বিমানে তোলার একটি ছবি পোস্ট করেছিলেন হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিব ক্যারোলিন লেভিট। তিনি লিখেছিলেন, "অবৈধবাসীদের ফেরত পাঠানো শুরু হয়েছে। সারা পৃথিবীকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কড়া বার্তা দিতে চাইছেন, বেআইনি ভাবে আমেরিকায় প্রবেশ করলে ভুগতে হবে।" এর আগে গত ডিসেম্বরে ট্রাম্পের একটি বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়েছিল যে, খরচ যা-ই হোক, তিনি এই অবৈধবাসীদের আমেরিকা থেকে বার করতে কতটা মরিয়া। বলেছিলেন, "আগামী ২০ বছর ওই অবৈধবাসীরা শিবিরে থেকে যাবে, এ সব মানব না। আমি তাঁদের বার করে দেবই এবং তাঁদের দেশ তাঁদের ফিরিয়ে নিতে বাধ্য।" সেই মতো গত ২০ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট পদে শপথগ্রহণের পরে একে একে অবৈধবাসীদের সেনার বিমানে চাপিয়ে নিজেদের দেশে ফেরাচ্ছেন ট্রাম্প।বাণিজ্যিক বিমানের পরিবর্তে অতিরিক্ত খরচ করে কেন সেনাবাহিনীর বিমানে চাপিয়ে পাঠানো হল ওই অবৈধবাসীদের? সেই ইঙ্গিত মিলেছিল ট্রাম্পের মন্তব্য এবং তাঁর প্রশাসনের কর্তাদের পোস্টেই।

মার্কিন প্রশাসনের একটি সূত্র বলছে, সে দেশে সেনা বিমানের ব্যবহার খুব একটা করা হয়নি। তাতে যাতায়াতের খরচও বাণিজ্যিক বিমানের থেকে অনেক বেশি। সম্প্রতি কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রো জানিয়েছেন, আমেরিকা যদি অবৈধবাসীদের নিজেদের সেনাবাহিনীর বিমানে তাঁর দেশে পাঠান, তা হলে তাঁদের গ্রহণ করা হবে না। কেবলমাত্র বাণিজ্যিক বিমানেই পাঠাতে হবে অবৈধবাসীদের। তার পরেও ট্রাম্প আমেরিকা থেকে অবৈধবাসীদের বিভিন্ন দেশে পাঠিয়েছেন সেনাবাহিনীর বিমানেই। কেন? এর খরচই বা কত? এর আগে সাধারণত অবৈধবাসীদের বাণিজ্যিক চার্টার বিমানে নিজেদের দেশে পাঠিয়েছে আমেরিকা। ওই বিমানগুলির পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে আমেরিকার শুল্ক এবং অভিবাসন দফতর (আইসিই)। ট্রাম্প সেই পথে হাঁটেননি। মার্কিন সেনাবাহিনীর সি-১৭ বিমানে অবৈধবাসীদের দেশে পাঠাচ্ছেন তিনি। সংবাদ সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, সেনার ওই বিমানে চাপিয়ে এক এক জন অধিবাসীকে আমেরিকা থেকে গুয়াতেমালায় পাঠানোর জন্য ট্রাম্প প্রশাসনকে গুনতে হয়েছে ৪,৬৭৫ মার্কিন ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় চার লক্ষ টাকা। যেখানে বাণিজ্যিক বিমানে আমেরিকা থেকে গুয়াতেমালায় ওই একই পথে এক এক জন অবৈধবাসীকে পাঠাতে খরচ পড়ত ৮৫৩ মার্কিন ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৭৪ হাজার টাকা।

২০২৩ সালে বাজেট অধিবেশন আইসিই-র ডিরেক্টর তায়ে জনসন জানিয়েছিলেন, তাদের বিমানে অবৈধবাসীদের নিজেদের দেশে ফেরাতে প্রতি ঘণ্টায় খরচ পড়ে ১৭ হাজার মার্কিন ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা। ওই বিমানে চাপতে পারেন সর্বাধিক ১৩৫ জন। পাঁচ ঘণ্টা যাত্রাকাল ধরলে, সেই বিমানে চাপিয়ে নিজের দেশে পাঠাতে গেলে প্রত্যেক অবৈধবাসীর জন্য খরচ পড়বে ৬৩০ মার্কিন ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৫৫ হাজার টাকা। সে ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয়েছিল, ওই দেশে অবৈধবাসীদের রেখে ফেরার খরচ দেবে ওই চার্টার সংস্থা। রিপোর্ট বলছে, চার্টার বিমানের যেখানে প্রতি ঘণ্টায় খরচ পড়ে ১৭ হাজার মার্কিন ডলার, সেখানে মার্কিন সেনার বিমানে প্রতি ঘণ্টায় খরচ পড়ে ২৮,৫০০ ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ২৪ লক্ষ টাকা। আমেরিকা থেকে অবৈধবাসীদের নিয়ে এখনও পর্যন্ত ভারত ছাড়াও গুয়াতেমালা, পেরু, হন্ডুরাস, ইকুয়েডরে গিয়েছে মার্কিনসেনার বিমান। বাকি সব দেশের তুলনায় ভারতে আসতেই সবচেয়ে বেশি দূরত্ব পার হতে হয়েছে ওই বিমানকে। সেই হিসাবে ভারতে অবৈধবাসীদের পাঠাতে খরচও যে বেশি হয়েছে, তা স্বাভাবিক। আমেরিকার প্রশাসনের একটি সূত্র মনে করছে, এত খরচ করে মার্কিন সেনার বিমানে অবৈধবাসীদের নিজের নিজের দেশে পাঠিয়ে আসলে বেআইনি অভিবাসন নিয়ে কড়া বার্তা দিতে চান ট্রাম্প। তিনি বার বার এই অবৈধবাসীদের 'অপরাধী', 'বহিরাগত' বলে দাবি করেছেন। এ-ও দাবি করেছেন যে, এই অবৈধবাসীরা 'আক্রমণকারী'। মার্কিন প্রশাসনের একটা অংশ বলছে, ট্রাম্পের এই দাবিকে 'প্রতিষ্ঠিত' করার জন্যই ওই অবৈধবাসীদের হাতকড়া পরিয়ে সারিবদ্ধ ভাবে তোলা হয়েছে সেনার বিমানে। সম্প্রতি রিপাবলিকানদের একটি বৈঠকে ট্রাম্পকে বলতে শোনা গিয়েছে, "ইতিহাসে প্রথম বার অবৈধবাসীদের চিহ্নিত করে আমরা সেনার বিমানে তুলেছি। যেখান থেকে তাঁরা এসেছিলেন, সেখানেই ফেরত পাঠাচ্ছি। এত বছর লোকে আমাদের নিয়ে হেসেছে। আবার আমাদের সম্মান করবে।"

মেরিল দ্বারা গুজরাতের ভাপিতে রোবোটিক ইনোভেশন সামিট-এর (আরআইএস) আয়োজন: সার্জিক্যাল রোবোটিক্স গ্রহণের ক্ষেত্রে ভারতের যাত্রাপথে একটি বড় মাইলফলক।

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

গুজরাতের ভাপির মেরিল অ্যাকাডেমিতে অনুষ্ঠিত রোবোটিক ইনোভেশন সামিটে (আরআইএস), রোবোটিক-অ্যাসিসটেড সার্জারির ক্ষেত্রে সহযোগিতা, উদ্ভাবন এবং আবিষ্কারের জন্য বিশ্বের বিখ্যাত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সার্জনরা সম্প্রতি একত্রিত হয়েছিলেন। অনুষ্ঠানটি মেরিলের যুগান্তকারী এআই-চালিত জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট রোবোটিক সিস্টেম 'মিসো'-কে তুলে ধরে এবং ভারত জুড়ে নিখুঁত অস্ত্রোপচার এবং রোগীর উপচারের উপর সেটির বাড়তে থাকা প্রভাবকে প্রদর্শিত করে।

মিসোর সাথে জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট সার্জারিতে বিপ্লব: সামিটটির মূলে ছিল মিসো, যা ২০২৪ সালের জুনে আরম্ভ হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই এটি গোটা ভারতে ৫০-টিরও বেশি ইনস্টলেশনের মাধ্যমে প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। রিয়েল-টাইম অ্যানালিটিক্স এবং প্রিসিশন অ্যালাইনমেন্ট সহ মিসোর উন্নত এআই-ভিত্তিক ক্ষমতাগুলিকে অংশগ্রহণকারীদের সামনে প্রদর্শন করা হয়, যা জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট সার্জারিকে প্রযুক্তি কীভাবে রূপান্তরিত করছে সে সম্পর্কে একটি অনন্য ধারণা প্রদর্শন করে। সামিটটি মিসো ছাড়াও, ইউনি-নী রিপ্লেসমেন্ট, টোটাল হিপ রিপ্লেসমেন্ট, ট্রমা অ্যান্ড স্পাইন সার্জারির ক্ষেত্রে উন্নতি সহ মেরিলের শক্তিশালী আর অ্যান্ড ডি প্রকল্পগুলিকেও তুলে ধরে। এই প্রচেষ্টাগুলি ক্রমাগত উদ্ভাবনের প্রতি মেরিলের অঙ্গীকার এবং সবথেকে কঠিন অস্ত্রোপচারের জন্য প্রয়োজনীয় রোবোটিক সমাধানগুলির সুযোগকে প্রসারিত করায় তার মনোযোগের প্রতিফলন।

বিশ্বব্যাপী দক্ষতার সম্মেলন সামিটটিতে শীর্ষস্থানীয় চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এবং রোবোটিক সার্জারির পথিকৃৎরা যোগ দেন, যারা তাদের অভিজ্ঞতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি ভাগ করেছেন:

সন্ত পরমানন্দ হসপিটালের এইচ.ও.ডি এবং সিনিয়র কনসালটেন্ট ডাঃ শেখর শ্রীবাস্তব বলেন, "সম্প্রতি আমি একজন ৫৮ বছর বয়সী রোগীর টোটাল নী রিপ্লেসমেন্ট-এর জন্য মিসো ব্যবহার করেছি। সিস্টেমটির নিখুঁত কাজ উল্লেখযোগ্যভাবে টিস্যুর ক্ষতি কমিয়েছে, যার ফলে দ্রুত উপচার সম্ভব হয়েছে। মিসোর অত্যাধুনিক ক্ষমতাগুলি সার্জারির ফলাফলকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করছে এবং জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট সার্জারিতে নতুন মান নির্ধারণ করছে। এটির আকার পরিবর্তন করা যায় এবং এটি সহজলভ্য"।

সিনেমার খবর

দুর্ব্যবহার করতেন শাহরুখ-সালমান: রাকেশ রোশন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

একজন রোমাঞ্চের বাদশা, আরেকজন ভাইজান। দু'জনকে নিয়ে একসাথে কাজ করা সহজ কথা নয় মোটে। বলছি বলিউডের মেগাস্টার শাহরুখ এবং সালমান খানের কথা। বিখ্যাত এই দুই তারকার ব্যাপক সমাদ সিনেমা 'কারান অর্জুন।' জনপ্রিয় নির্মাতা রাকেশ রোশনের পরিচালনায় সিনেমাটিতে অভিনয় করেছিলেন বি-টাউনের এই দুই জায়ান্ট।

জানা যায়, সিনেমার শুটিং চলাকালে তারকাদের খারাপ ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়েছিলেন রাকেশ। সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে তথ্যচিত্র সিরিজ 'দ্য রোশনস'। আর সেখানেই উঠে এসেছে শাহরুখ–সালমানের সঙ্গে কাজ করার সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা।

নির্মাতা বলেন, 'সব সিনেমায়ই আমি নিশ্চিন্তে কাজ করেছি। শুধু 'কারান অর্জুন' ছবিতে প্রথম থেকেই সমস্যা লেগে থাকত। এক এক দিন ভাবতাম, কেন এসব ঘটছে, তবুও মেনে নিতাম।'

রোশনের ভাষ্যে, 'প্রতিদিন সকালে প্রার্থনা করতাম, আমি যেন মেজাজ না হারিয়ে ফেলি। এই ছেলে দুটো (শাহরুখ-সালমন) অপরিণত। ওরা যেমন আচরণ করছে করুক। আমার যেন মাথা গরম না হয়। আমার কাজটা যেন সম্পূর্ণ হয়। অবশেষে নির্দিষ্ট দিনের মধ্যেই সেই ছবির কাজ শেষ করেছিলাম।'

এসময় তিনি আরও বলেন, 'সিনেমার গল্প নিয়ে কোনও আগ্রহই ছিল না সালমন ও শাহরুখের। মনে আছে, একদিন একটা দৃশ্যের শুটিংয়ের সমস্ত কিছু প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তাদের দেখা নেই। একেবারে শেষ মুহূর্তে তারা এসেছে এবং তাড়াহুড়ো করে শুটিং করল।'

উল্লেখ্য, এই সিনেমার গল্পের উপর কোনও বিশ্বাসই ছিল না এই দুই তারকার। এমনকি এই তথ্যচিত্রে শাহরুখ নিজেই স্বীকার করেছেন, তিনি সেই সময় দুর্ব্যবহার করতেন। সেই জন্য নাকি রাকেশ রোশনের স্ত্রীর কাছে বকাও খেয়েছিলেন দুই খান।

যে কারণে শাহরুখকে ৯ কোটি টাকা ফেরত দেবে সরকার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ভারতের বাণিজ্যিক শহর মুম্বাইয়ের অন্যতম দর্শনীয় স্থান বলিউড কিং শাহরুখ খানের বাড়ি মান্নাত। এবার এই আলিশান বাড়ির জন্য টাকা পেতে যাচ্ছেন বলিউড বাদশাহ, যা দেয়া হবে মহারাষ্ট্র সরকারের পক্ষ থেকে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বলিউড কিং শাহরুখ খানকে ৯ কোটি রুপি ফেরত দেবে মহারাষ্ট্র সরকার। শাহরুখ এই বাড়ি নিজে তৈরি করেননি। মান্নাত আসলে হেরিটেজ সম্পত্তি।

শাহরুখের আগে এই বাড়ির মালিকানা ছিল মহারাষ্ট্র সরকারের হাতে। পরে শাহরুখ এই বাড়ির লিজ নেন। হেরিটেজ সম্পত্তি হওয়ায় বাড়ির কাঠামোগত কোনো পরিবর্তন করা বারণ ছিল। কিন্তু শাহরুখ পরে নিয়ম এবং আইনকানুন মেনেই নিজেদের বসবাসের সুবিধার জন্য কিছু কিছু পরিবর্তন করেন।

যে জমির উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে মান্নাত, সেই জমি মুম্বাই কালেক্টরের অধীনে হওয়ায় বিশেষ ট্যাক্সও দিতে হয় কিং খানকে। শাহরুখ-গৌরীর নামে রেজিস্টার্ড চুক্তিতে ছিল এই সম্পত্তি। তবে ২০১৯ সালে শাহরু-গৌরী মান্নাতের মালিকানা লিজহোল্ড থেকে ফ্রি হোল্ড করিয়ে নেন। অর্থাৎ লিজ নেয়ার বদলে বাড়িটি নিজেদের নামে করে নেন সময়। তার জন্য শাহরুখ-গৌরী সরকারকে দিয়েছিলেন ২৭.৫০ কোটি টাকা।

কিন্তু মান্নাতের মালিকানা পেতে প্রয়োজনের তুলনায় শাহরুখ বেশি টাকা দিয়েছিলেন বলে জানা যায়। তাই অতিরিক্ত ৯ কোটি রুপি তাকে ফিরিয়ে দিচ্ছে মহারাষ্ট্র সরকার।

ইজারার সম্পত্তির মালিকানা পেতে শাহরুখ এবং গৌরীর দেয়া অতিরিক্ত ৯ কোটি টাকা ফেরত দেয়া হচ্ছে তাদের। তবে মান্নাতের মালিকানা নিয়ে সেই সময় বিতর্কও দেখা দেয়। বলা হয়, মোট ২৬,৩২৯ স্কয়ার ফিটের মালিকানা পেতে শাহরুখ যে টাকা দিয়েছিলেন, তার তুলনায় মান্নাতের বাজারমূল্য অনেক বেশি।

৮-১০ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে যে গানটি রেকর্ডিং করেছিলেন লতা মঙ্গেশকর!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

'রং দে বাসন্তী' সিনেমার জনপ্রিয় গান 'লুকা চুপি' নিয়ে নিজের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন পরিচালক রাকেশ ওমপ্রকাশ মেহরা। গানটি সুর করেছেন কিংবদন্তি এ আর রহমান, আর কণ্ঠ দিয়েছেন প্রয়াত সংগীতশ্রেষ্ঠা লতা মঙ্গেশকর।

রাকেশ মেহরা জানিয়েছেন, লতা মঙ্গেশকর গানটি রেকর্ড করার জন্য চেন্নাইয়ে এ আর রহমানের স্টুডিওতে গিয়েছিলেন। শুধু রেকর্ডিংয়ের জন্য নয়, তিনি গানটি নিখুঁত করতে সেখানে বহুদিন অনুশীলন করেছিলেন।

সম্প্রতি ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, লতা মঙ্গেশকর গানটি বহু বার রিহার্সাল করেছিলেন। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, তার মতো গায়িকা জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি এটি রেকর্ড করতে চেন্নাই

যেতে পারেন কিনা। তখন রহমান জানিয়েছিলেন যে, তিনি লতা মঙ্গেশকরের সঙ্গে গানটি রেকর্ড করার জন্য মুম্বাইয়ে যাবেন। কিন্তু লতা চেন্নাই যাওয়ার উপরই বেশি জোর দিয়েছিলেন।

গায়িকার মনে হয়েছিল যে, তিনি রেকর্ডিংয়ের জন্য রহমানের নিজের জায়গায় গেলেই ভালো হবে। তারপর গায়িকা রেকর্ডিংয়ের তিন দিন আগে পৌঁছেছিলেন চেন্নাইতে। বিমানবন্দর থেকেই সরাসরি স্টুডিয়োতে গিয়ে রহমানের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। সেখানে তিনি গানটির কম্পোজিশনও শোনেন। তারপর রিহার্সাল করার জন্য একটি ক্যাসেট কপির অনুরোধও করেছিলেন।

তবে সবচেয়ে বেশি যেটা জানলে অবাক হবেন তা হলো রেকর্ডিংয়ের সময় গায়িকা দাঁড়িয়ে ছিলেন। এই প্রসঙ্গে রাকেশ ওমপ্রকাশ মেহরা বলেন, 'লতা মঙ্গেশকর চেন্নাইয়ে পৌঁছানোর চতুর্থ দিনের মাথায় গানের রেকর্ডিং ছিল। গায়িকা গানটি গাওয়ার সময় দাঁড়িয়ে গাওয়ার কথাই জানান। তিনি রহমানের সঙ্গে দাঁড়িয়ে গানটি গাইতে শুরু করেন। তারপর টানা ৮ থেকে ১০ ঘন্টা তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন, যতক্ষণ না গানটা শেষ হয়।'

প্রসঙ্গত, 'রং দে বাসন্তী' একটি সমালোচনামূলক, বাণিজ্যিক সফল ছবি। ছবিটি ব্যাপক প্রশংসাও অর্জন করেছিল। এটি সেরা বিদেশী ভাষার ছবি হিসেবে ৭৯ তম অ্যাকাডেমি পুরস্কারের জন্য ভারতের আনুষ্ঠানিক এন্ট্রি হয়ে ওঠে।

ইংল্যান্ডকে উড়িয়ে দিল ভারত, সিরিজে এগিয়ে রোহিতরা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

টি-টোয়েন্টি সিরিজে দাপট দেখানোর পর ওয়ানডেতেও ইংল্যান্ডকে কোনো সুযোগই দিল না ভারত। নাগপুরে প্রথম ওয়ানডেতে ৪ উইকেট ও ৬৮ বল হাতে রেখে স্বাগতিকরা সহজ জয় তুলে নিয়েছে। এই জয়ে তিন ম্যাচ সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেছে রোহিত শর্মার দল।

ইংল্যান্ডের দেওয়া ২৪৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ভারত শুরুতেই ১৯ রানের মধ্যে দুই উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে। ওপেনার জশস্বী জয়সওয়াল (১৫) ও রোহিত শর্মা (২) দ্রুত ফিরে যান। তবে এরপরই শ্রেয়াস আয়ার ও অক্ষর প্যাটেল ভারতকে ম্যাচে ফিরিয়ে আনেন।

দুজনই দ্রুতগতিতে ফিফটি হাঁকান—আয়ার ৩৬ বলে ৫৯ আর অক্ষর ৪৭ বলে ৫২ রান করেন। পরে আদিল রশিদ টানা দুই ওভারে অক্ষর ও লোকেশ রাহুলকে (২) আউট করলেও ভারতের জয়ের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারেননি।

সেঞ্চুরির দিকে এগোতে থাকা শুভমান গিল (৯৬ বলে ১৪ বাউন্ডারিতে ৮৭ রান)-কে সাকিব মাহমুদ আউট করলেও ভারতের জয় তখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

শেষ পর্যন্ত হার্দিক পান্ডিয়া (৯) ও রবীন্দ্র জাদেজা (১২) সহজেই জয় নিশ্চিত করেন।

এর আগে টস জিতে ব্যাট করতে নেমে ইংল্যান্ড দুর্দান্ত শুরু করেছিল। ফিল সল্ট ও বেন ডাকেট মাত্র ৫৩ বলে ৭৫ রানের উদ্বোধনী জুটি গড়েন। সল্ট ২৬ বলে ৫ চার ও ৩ ছক্কায় ৪৩ রান করেন।

দশম ওভারে ভারতীয় পেসার হর্ষিত রানা এক ওভারেই দুই উইকেট তুলে নিয়ে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন। ২৯ বলে ৩২ রান করে ডাকেট ও রানের খাতা খোলার আগেই হ্যারি ব্রুক ফিরে যান।

জো রুট (৩১ বলে ১৯) রান পেলেও বড় ইনিংস খেলতে পারেননি। এরপর ফিফটি হাঁকান জস বাটলার (৫২) ও জ্যাকব বেথেল (৫১)। কিন্তু কেউই দলকে বড় সংগ্রহ এনে দিতে পারেননি।

শেষদিকে জোফরা আর্চারের ১৮ বলে অপরাজিত ২১ রানে ইংল্যান্ড ২৪৮ রানে অলআউট হয়।

ভারতের হয়ে রবীন্দ্র জাদেজা ও হর্ষিত রানা ৩টি করে উইকেট শিকার করেন।

সিরিজে এগিয়ে ভারত

এই জয়ে ভারত তিন ম্যাচ সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেছে। দ্বিতীয় ম্যাচে ইংল্যান্ড ঘুরে দাঁড়াতে না পারলে ভারত আগেভাগেই সিরিজ নিজেদের করে নিতে পারে।

কিমিখে আগ্রহ নেই রিয়ালের!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ইয়াশুয়া কিমিখকে দলে টানতে গত কয়েক মৌসুম ধরেই চেষ্টা চালিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। বিশেষ করে গত মৌসুমে টনি ক্রুস অবসর নেওয়ার খুব করেই চেয়েছিল দলটি। তবে আগামী গ্রীষ্মে তাকে পেতে পারতো বিনে পয়সাতেই। কিন্তু এবার তাকে দলে টানার আর আগ্রহ নেই বলেই জানিয়েছে স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম মার্কা।

আগামী জুনের শেষে বায়ার্নের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ ফুরাচ্ছে কিমিখের। তাই গুঞ্জন আরও চাউর হয়েছে। কিমিখের এজেন্টের সঙ্গে রিয়াল কর্মকর্তাদের আলোচনার একটি সংবাদও বেরিয়েছে। তবে মার্কার সূত্র অনুসারে, ভ্যালদেবেবাস (রিয়াল মাদ্রিদের সদর দপ্তর) এ ধরনের কোনো যোগাযোগ বা আগ্রহ থাকার বিষয়টি পুরোপুরি অস্বীকার করেছে ক্লাবটি।

ক্লাবটি স্পষ্টভাবে জানিয়েছে যে, বহুমুখী এই জার্মান ফুটবলারের সঙ্গে কোনো ধরনের যোগাযোগ বা তাকে দলে ভেড়ানোর পরিকল্পনা নেই। কিমিখের বিষয়ে রিয়াল মাদ্রিদের কোনো আগ্রহ নেই এবং এটি কেবল একতরফা প্রস্তাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

তবে কিমিখে আগ্রহ না থাকলেও আরেক বায়ার্ন তারকা আলফানসো ডেভিসের বিষয়ে আগ্রহ রয়েছে রিয়ালের। ক্লাবটি বেশ এগিয়েও ছিল। তার এজেন্টের কিছু অদ্ভুত আচরণ এবং নির্ধারিত সময়সীমা উপেক্ষা করার কারণে কিছুটা জটিল হয়ে উঠেছে পরিস্থিতি। চুক্তি নবায়নের বিষয়ে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে বায়ার্ন মিউনিখ এবং এই ডিফেন্ডার-মিডফিল্ডার। যদিও বিষয়টি ঝুলে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে।

তবে জার্মান সংবাদমাধ্যম বিল্ডের সংবাদ অনুযায়ী, ২৯ বছর বয়সী কিমিখের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে রিয়ালের। যদিও ডেভিসের মতো বায়ার্নে চুক্তি নবায়নের আলোচনাও চলছে। তবে তেমন কোনো অগ্রগতি নেই। তবে বিল্ডের সংবাদ অনুযায়ী, আলিয়াঞ্জ অ্যারেনা ছাড়লে রিয়ালই হতে পাড়ে তার সম্ভাব্য গন্তব্য।

ফুয়েন্তের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ বাড়াল স্পেন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

চুক্তির মেয়াদ বাড়ালেন স্পেন জাতীয় দলের কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তে। তার সঙ্গে আগামী ২০২৮ সালের ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ পর্যন্ত নতুন চুক্তি করা হয়েছে।

আসন্ন ২০২৬ বিশ্বকাপ দিয়ে তার সঙ্গে করা বর্তমান চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল। তার আগেই আরও দুই বছর তার চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। সোমবার এ তথ্য জানিয়েছে রয়্যাল স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন (আরএফইএফ)।

২০২২ বিশ্বকাপের শেষ ষোলো থেকে স্পেনের বিদায়ের পর চাকরি হারানো লুইস এনরিকে। বিশ্বকাপের পরপরই এনরিকের স্থলাভিষিক্ত হন দে ফুয়েন্তে। এর আগে স্পেন অনূর্ধ্ব-২১ দলের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। তার কোচিংয়ে ২০২২ টোকিও অলিম্পিকসের ফুটবলে রুপা জিতে স্পেন অনূর্ধ্ব-২৩ দল।

দে ফুয়েন্তে জাতীয় দলের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে বদলে যেতে শুরু করে স্পেন। ২০২২-২৩ মৌসুমে তারা জেতে উয়েফা নেশন্স লিগের শিরোপা। গত জুন-জুলাইয়ে জার্মানিতে অনুষ্ঠিত ইউরোতে হয় অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন।

শুধু শিরোপা জয়ই নয়, দে ফুয়েন্তের কোচিংয়ে খেলার ধরনও পাল্টে ফেলেছে স্পেন। বছরের পর বছর ধরে অধিকাংশ সময় বল দখলে রেখে ছোট ছোট পাসে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার কৌশল বদলে এখন তারা আরও বেশি গতিময়।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR